# অ্যাডভোকেট আবদুস সালামের তিনটি অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার প্রকাশের বিষয়ে আমাদের কথা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার তৎপরতায় বিপুল ত্যাগ ও নিষ্ঠার কারণে অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম (২৯ নভেম্বর ১৯৪৯ – ২৬ মে ২০১৭) প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁর চিন্তা ও চর্চার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য মাত্র তিনটি সাক্ষাৎকার মোটেই যথেষ্ট নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, হৃদরোগ, কিডনি সমস্যা ও ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি এত দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যান যে, তাঁর বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গী রেকর্ড করে রাখার মতো যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়নি। এ সাক্ষাৎকার তিনটি নেওয়া হয়েছে তাঁর মৃত্যুর মাত্র দু মাস আগে। তখন তিনি চিকিৎসা নিতে বিভিন্ন হাসপাতালে ছুটাছুটি করছেন। চিকিৎসার খরচ যোগাতে শয্যাশায়ী অবস্থাতেও তিনি আইনী পরামর্শদানের কাজ চালিয়ে গেছেন। এছাড়া পারিবারিক সংকটেও তিনি তখন যথেষ্ট বিচলিত। এমন এক অবস্থায় বাংলাদেশ শ্রম ইনস্টিটিউট (বাশি) তাঁর অভিজ্ঞতা ও ধারণাকে সংকলন করার তীব্র প্রয়োজন বোধ করে এবং অনেক চেষ্টার পর তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়ার উদ্যোগ নেয়। বলে রাখা ভালো যে, বাশি আবদুস সালামে নিজের পরিকল্পনা ও শ্রমে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠান। তাঁর সদয় অনুমতি লাভের পরই বাশি তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। প্রথম দুটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় ঢাকার বারডেম হাসপাতালে তাঁর ডায়ালাইসিস চলা অবস্থায়। শেষ সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছে আদাবরে তাঁর ভাড়াবাসায়, যখন তিনি শয্যাশায়ী। কোনোটিই যে পূর্ণাঙ্গ নয়, তা পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন। অসুস্থ অবস্থায় তিনি দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে পারছিলেন না, কথাও জড়িয়ে যাচ্ছিল। আমাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল তাঁর জীবৎকালে সাক্ষাৎকারগুলো প্রকাশের। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তিনি প্রয়াত হওয়ার পর নানা সমস্যার কারণে সাক্ষাৎকারগুলো লিপ্যন্তরিত হওয়ার পরও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এবার তাঁর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হলো।

প্রথম দু দফা সাক্ষাৎকার (৩০ নভেম্বর ২০১৬ এবং ৪ ডিসেম্বর ২০১৬) নিয়েছেন বাংলাদেশ শ্রম ইনস্টিটিউট (বাশি)-র কর্মী ওয়ালিদ হাসান রাজীব এবং শেষ সাক্ষাৎকার (২৭ জানুয়ারি ২০১৭) নিয়েছেন বাশির কর্মী জান্নাতুল

মরিয়ম তানিয়া ও গোলাম মুর্শেদ। সাক্ষাৎকারগুলো ট্রান্সক্রাইব বা লিপ্যন্তর করেছেন বাশিরই আরেক কর্মী ফারহানা আফরিন তিথি। এটির ডিজিটাল প্রকাশে কাজ করেছেন বাশির সদস্য আরাফাত বেলাল।

সাক্ষাৎকারে অ্যাডভোকেট আবদুস সালামের জন্ম, বেড়ে ওঠা, ছাত্রজীবন, রাজনীতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়া থেকে শুরু করে কৃষক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, মুক্তিযুদ্ধ, রাজনৈতিক দল গড়া ইত্যাদি প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনে দীর্ঘকাল ব্যপ্ত থাকার সুবাদে তিনি এ বিষয়ে যে গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তার আলোকেই তিনি পার্টির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক, সীমাবদ্ধতা, বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতা ইত্যাদি ব্যাপারে কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর তিনি এগুলো দেখে দেওয়ার সময় পাননি। এতে তিনি বিভিন্ন দল, গ্রুপ, ব্যক্তি সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন, তা কোনো ধরনের কাটছাঁট ছাড়াই প্রকাশ করা হলো। কেবল বোঝার সুবিধার্থে তাঁর অসমাপ্ত বাক্য ও অপূর্ণ তথ্য পুরণে কিছু শব্দের সংযোজন এবং তাঁর ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের বাংলা রূপ বন্ধনির মধ্যে দেওয়া হলো।

এখানে প্রকাশিত তাঁর মন্তব্য একান্তই তাঁর নিজস্ব। আমরা মনে করি, আর দশটা মানুষের মতোই আবদুস সালাম দোষেগুণে একজন মানুষ ছিলেন। তাঁর সব কথার সাথে সবাই একমত হবে, এমন বিশ্বাস তিনি নিজেও কখনো করতেন না। যাঁরা তাঁকে জানতেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, তিনি সত্য প্রকাশে ছিলেন অকপট এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতায় ছিল তাঁর অবিচল আস্থা। সাক্ষাৎকার প্রকাশে আমরা তাঁর মতের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখতে যথাসাধ্য সচেষ্ট থেকেছি। আমরা মনে করি, তাঁর অযাচিত সমালোচনাকে লোকে উপেক্ষা করবে এবং যথাযথ সমালোচনাকে মূল্যায়ন করবে।

বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অ্যাডভোকেট আবদুস সালামের ত্যাগ ও অবদানের প্রতি বাংলাদেশ শ্রম ইনস্টিটিউট (বাশি) বিনীত সম্মান জানায়। যাঁরা আবদুস সালামের এ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ ও প্রকাশে কাজ করেছেন তাঁদের জানাই অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

গোলাম মুর্শেদ,

সদস্য, বাশি ট্রাস্টি বোর্ড